ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন কেন ?

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

আমাদের সংবিধানের জনকরা সংবিধানের চতুর্থ পার্টে রাজ্যের হাতে কিছু নির্দেশিকা জারির ক্ষমতা দেওয়ার কথা বিবেচনা করেছিলেন। সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নাগরিক অধিকারের সঙ্গে তুলনীয়, ধর্মীয় আচারের সঙ্গে নয়। কিন্তু কিছু মানুষ বিষয়টিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছে যে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি তাদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ। আমাদের আইন প্রনেতারা কখনই অপরাধমূলক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম তৈরি করেননি। অপরাধ সবসময়ই অপরাধ। একজনের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কখনই সে দোষী না নির্দোষ তা নির্ভর করেনা।

সমপ্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে ঘোষণা করেছেন,সংখ্যালঘু সমপ্রদায়ের যে সমস্ত সদস্যের বিরূদ্ধে সন্ত্রাসের মামলা রয়েছে সেগুলি নতুন করে মূল্যায়নের জন্য সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখবেন তিনি। অবশ্যই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।তিনি আশা করেন যে রাজ্য সরকারগুলির গঠিত রিভিউ কমিটি সন্ত্রাসের অভিযোগে ধৃত সবাই নয়, একশ্রেণির নাগরিকের বিরূদ্ধে ওঠা অভিযোগেরই পূনর্মূল্যায়ন করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে কয়েকটা প্রশ্ন উঠছেই।

সমপূর্ন রাজনৈতিক কারণেই এই পদক্ষেপ। দেশে বহু মানুষের বিরূদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে। কিছু ইসলামিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িতদের বিরূদ্ধেই এই অভিযোগ পুনর্মূল্যায়নের ভাবনা। গত কয়েক বছরে সংখ্যাগুরু সমপ্রদায়ের কিছু মানুষও সন্ত্রাসের মামলায় অভিযুক্ত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রসের মামলা দায়ের হয়েছে মাওবাদীদের বিরূদ্ধে। জম্মু কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্যেও সন্ত্রাস বিরোধী আইন লাগু করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটা বিশেষ সমপ্রদায়ের মানুষের বিরূদ্ধে ওঠা অভিযোগের পূনর্মূল্যায়ন পদক্ষেপ নির্বাচনের মুখে ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখেই।

এই পদক্ষেপ খুব স্পষ্টভাবেই অসাংবিধানিক। আর্টিকেল ১৪এ সমস্ত নাগরিকদের সাম্যের কথা বলা হয়েছে। সেখানে নির্দিষ্ট বিশ্বাসের ভিত্তিতে সন্ত্রাসের মামলা পুনর্বিবেচনার এই পদক্ষেপ অসাংবিধানিক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এর বাইরে রাখা হচ্ছে। এর মধ্যে সংঘাতের জায়গা আরও আছে। জম্মু কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাদের ক্ষেত্রেও কি একই সুযোগ দেওয়া হবে ? একই মামলায় সহঅভিযুক্তদের ধর্ম ও সমপ্রদায় পৃথক হলে তাদের ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ করা হবে ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ অসাংবিধানিক ও নাগরিকদের সাম্যর অধিকার ক্ষুন্নকারী।

একমাত্র সরকারি আইনজীবীরই অধিকার আছে আবেদনের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত কারণে

আদালতে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানাতে পারে। সেক্ষেত্রে তা বিচার বিবেচনা করতে পারে আদালত। চার্জশিট হয়ে যাওয়ার পর মামলা প্রত্যাহারের জন্য রিভিউ কমিটি তৈরির কোনও অবকাশ অপরাধআইনে নেই। আইনপ্রনেতারা যখন প্রয়োজন বিবেচনা করবেন সেই বিশেষ ক্ষেত্রে রিভিউ কমিটি তৈরির কথা ভাবতে পারেন। তাই এটা অপরাধ আইনকেও লঙ্ঘন করছে।

তাই ধর্মের ভিত্তিতে অপরাধীদের পৃথক করার জন্য রাজ্যগুলির উদ্যেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পরামর্শ সঠিক নয়। নাগরিকদের সংবিধান স্বীকৃত সাম্যের অধিকার এতে লঙ্ঘিত হচ্ছে। অপরাধ আইনের মৌলিক ধারাগুলিও এর পরিপন্থী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই অসাংবিধানিক নির্দেশ মানতে রাজ্যগুলি বাধ্য নয়।